# মেইলিং নিয়ে মুলা-মুলি

এখানে যা যা বলব, আমার নিজস্ব মতামত। কোন ভুল ইনফো পেলে জানাবেন, ঠিক করে ফেলবো।

প্রথমেই আমার অনেক বিখ্যাত (!) একটা ডায়ালগ দিয়ে শুরু করি, 'জন্ম, মৃত্যু এবং ফান্ডিং ইশ্বরের হাতে! তুচ্ছ মানব হইয়া আমি কি করিবো!'... যাই হোক, আসল ঘটনা হলো ফান্ডিং এর জন্যে লাগবে প্রথমত প্রোফাইল, দ্বিতীয়ত মেইলিং এবং তৃতীয়ত- ভাগ্য। লোকে বলে 'বাঙ্গালীর লুঙ্গি আর কপাল, কখন কারটা খুলে যায় বলা যায়না!' তাই ভাগ্যের উপর ভরসা করে প্রোফাইল ভালো করার দিকে মন দেন, আর সাথে 'তোমাতে সঁপিনু প্রাণ' বলে প্রফেসর কে মেইল দিতে ঝাঁপায়ে পড়েন!

মেইল নিয়ে কথা বলার আগে কিছু হাবিজাবি ধারনা নিয়ে একটু কথা বলি।

প্রথম মিসকনসেপশন, 'আমি তো জিয়ারই/টোফল দেইনাই! আমারে কি গুনবে?' গুনবে। যদি আপনার মেইল তাঁর পছন্দ হয়, যদি আপনার অন্যান্য ক্রেডেনশিয়ালস ভালো হয় কিংবা প্রফেসরের রিসার্চের সাথে যদি আপনার রিসার্চ ফিল্ড ম্যাচ করে, তাহলে প্রফেসর ক্যালকুলেটর দিয়েই গুনবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে আগাবেন সেটা পরে বলছি। কিন্তু মাথা থেকে এই ফালতু চিন্তা ঝেড়ে ফেলেন যে 'এখনো কোন এক্সাম দেইনাই, বা টোফল/আইয়েলটস বাকি, সো মেইল দেয়া উচিত হবেনা!' তবে হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে যাদের রিসার্চ প্রোফাইল ভালো কিংবা জিপিএ অনেক ভালো, তারা বেশি ফেভার পাবার কথা। আর আসল কাহিনী হলো প্রফেসররা ব্লন্ড রমনীদের মত। কিসে তাঁদের ভাল্লাগবে, কাকে মন দেবে, সেটা তারাও জানে কিনা আল্লাহ্ মালুম! :P

সেকেন্ড মিসকনসেপশন, 'আমার রেজাল্ট/স্কোর ম্যালা ভালো! প্রফেসর আমার সব মেইলের রিপ্লাই দিবে!' প্রফেসররা জাস্ট আপনার স্কোর/জিপিএ দেখেনা! আপনার রিসার্চ, তাঁর কাজের সাথে আপনার কাজের মিল কতখানি, কিংবা আপনি তাঁর কাজ সম্পর্কে কতটুকু জেনে মেইল করেছেন- এর সবই বিবেচনা করে! এমনও হতে পারে আপনার প্রোফাইল দেখেই উনি আপনার প্রেমে পড়ে গেছেন, 'তোমাকেই তো খুঁজছিলাম সোনা! এতদিন কুতায় ছিলে?' কিন্তু, আপনাকে রিপ্লাই দেয়ার মত সময় তাঁর নাই! সো, মেইলের রিপ্লাই পাবোই, এটা এক্সপেক্ট করা কমাতে হবে।

থার্ড মিসকনসেপশন, শনি/রবি বারে ইউএস এ ছুটি! মেইল দিলে পড়বেনা! এটা মিসকনসেপশন এই জন্যে যে আমি অনেক রিপ্লাই পাইসি শনি-রবি বারে! ইভেন একদিন সময় তালগোল পাকায়ে রবিবার সকালে মেইল দিয়ে বসেছিলাম ছয়জন প্রফেসর কে। চারজনই রিপ্লাই দিয়েছে। দুইজন সেদিনই! দুই জন সোমবারে! তবে সমস্যা হলো অনেকে বিপরীত অভিজ্ঞতাও পেয়েছেন! ছুটির দিনে অনেক প্রফেসরই মেইল চেক করেনা! সো রিস্ক আপনার!

ফোর্থ মিসকনসেপশন, আগে ভার্সিটি সিলেক্ট করো, তারপরে প্রফেসর খুঁজো! ভাই, এডা ইন্ডিয়া/চাইনার পোলাপাইন করবে। সেলফ ফান্ডে যেতে যাদের তেমন সমস্যা নাই! আমাদের দরকার ফান্ড! সো আজাইড়া আগে ভার্সিটি খুঁজা টা আমার কাছে লেইম প্রসেস মনে হয়েছে। ইউএস নিউজ এর র‍্যাংকিং এর লিস্টে যান। স্কোর ৩১০+ হলে ৩০/৪০ র‍্যাঙ্ক থেকে শুরু করে নট র‍্যাংকড এর যে কোনটার ওয়েব সাইটে যান। প্রফেসর খুজে বের করেন। কিভাবে খুঁজবেন, পরে বলছি! আবার জিয়ারই না দেয়া থাকলে প্রিপারেশন যেমন, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে ভার্সিটির সাইটে যান! এখানে ফ্যাক্ট হলো, আপনার স্কোর যাই হোক না কেন, আর ভার্সিটি আপনার স্কোরের তুলনায় অনেক ভালো হলেও, প্রফেসর ম্যানেজ থাকলে এডমিশন পেতে তেমন বেগ পোহাতে হবেনা! তবে একদম সামনের দিকের গুলোতে মেইল করার আগে বুকে ছ্যাপ মেরে নিয়েন! :P

সুফি দরবেশ
fb.com/lionel.sufian

ফিফথ মিসকনসেপশন, ‘প্রফেসর মেইলের রিপ্লাই দিসে, এপ্লাই করতে বলসে মানেই কেল্লা ফতে!’ এটা ভাবলেন তো মারা খাইলেন! প্রথমত, ‘নারী এবং প্রফসরের মন ক্ষনে ক্ষনে চেইঞ্জ হয়’ মানে তাহারা সব সময় ভালো অপশন খুঁজতে থাকে আরকি! (মজা করতে বলছি, যারা ভাববেন কাউকে ছোট করতে বলছি, স্কিপ করেন) তাই যত পারেন, তত প্রফেসর পটান! পটানো বলতে কি বুঝাচ্ছি, সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

সিক্সথ মিসকনসেপশন, ‘আমার প্রোফাইল তো ভালোই, এই ভার্সিটি তো আমার প্রোফাইলের সাথে কমপেয়ার করলে ডাইল-ভাত! দেই এপ্লাই মাইরা! ফান্ড না দিয়া যাবে কই!’ ভাইরে, সমস্যা হলো আপনার প্রোফাইল খুবই ভালো (ফেলোশিপ পাবার মত) না হলে কিংবা প্রফেসর দের রিসার্চ এর সাথে আপনার ইন্টারেস্টের তেমন মিল না থাকলে কিংবা যাদের সাথে আপনার রিসার্চ মিলে, তাঁদের আন্ডারে ভ্যাকেন্সি না থাকলে আপনি ফান্ড পাবেন না, এডমিশন নিয়েই টানাটানি লাগবে আর ফান্ড -_-! তাই লাকের উপরে ডিপেন্ড না করে মেইল করেন, প্রফেসর ম্যানেজ করেন! এটাই একমাত্র ওয়ে। ডিরেক্ট এপ্লাই করার ক্ষেত্রে সতর্ক হোন!

সেভেন্থ মিসকনসেপশন, ‘আমার লগ আছে, আমি শ্যাশ! কিংবা আমার সিজিপিএ খারাপ, আমার কিস্যু হবেনা!’ ভাই, হবে, লাইগা থাকলে সবই সম্ভব! উপরে আল্লাহ্ আছে, তাঁর উপর ভরসা রাখেন, নিজে পরিশ্রম করেন, হবেই! ইনশা আল্লাহ্! আর যারা তারপরেও পেসিমিজমে ভুগবেন, তাঁদের দিয়ে আসলেই হবেনা! নিজের উপর বিশ্বাস না রাখলে সম্ভব না কোন কিছু!

এইটথ মিসকনসেপশন, আমরা যারা এপ্লাই করছি, তারা পিএইচডি/এমএস ক্যান্ডিডেট না! ক্যান্ডিডেট হলো যারা থিসিসের ডিফেন্স দিচ্ছে, মানে যাদের পিএইচডি/এমএস প্রায় শেষ, তারা! আমরা হলার ‘পোটেনশিয়াল স্টুডেন্ট’, ক্যান্ডিডেট নহে! -_-

নাইনথ মিসকনসেপশনঃ ‘বিগত বছরে অমুক হইয়াছিলো, সুতরাং এইবার অমুক হইবেক’- না! ভুল ধারনা! গত বছরের ফান্ডিং সিনারিও আর এবারের ফান্ডিং সিনারিও সেইম হবার প্রশ্নই আসেনা! এমনকি সেইম ভার্সিটি যে প্রোফাইলে বিগত বছর কেউ ফেলোশিপ পাইসে, আপনি এবার স্ট্রেইট রিজেক্ট ও খাইতে পারেন! তবে হ্যাঁ, লাস্ট ইয়ার দেখে আইডিয়া নিবেন অবশ্যই! বাট কোন কিছুই ‘হবেই’ বলে ধরে নিবেন না! আর প্রত্যেকের কেইস আলাদা, লাক আলাদা, টাইমিং আলাদা, প্রোফাইল আলাদা- কারো ক্ষেত্রে খুব ভালো কিছু হয়ে গেছে বলে ধরে নিবেন না আপনারো সেটাই হবে। আমার কথার বক্তব্য হলো, যে ধরেন কোন ভার্সিটে আপনার ফ্রেন্ড/সিনিয়র গত বছর ফুল ফান্ড পাইসে ডিরেক্ট এপ্লাই করে! উনার চাইতে আপনার প্রোফাইল ভালো! খবরদার ধরে নিবেন না যে আপনি ফান্ড পাবেনই সেখানে এপ্লাই করলে! আমার কথা বিশ্বাস করেন, কারন কবি বলেছেন, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’... তবে হ্যাঁ, জেনারেল আইডিয়া নিবেন, মাস্ট!

সুফি দরবেশ
fb.com/lionel.sufian

এখন আসি মেইলের স্যাম্পল নিয়ে। মেইল কিভাবে লিখবেন! এখানেও আমি নিজের মতামতই দিচ্ছি। কারো কাছে যদি মনে হয় ইনফো ভুল, তাহলে বইলেন, কারেকশন করে দিবো।

কিভাবে লিখবেন, তাঁর আগে বলি কয়টা ফরম্যাট বানাবেন। টোটাল মেইলের ফরম্যাট বানাবেন তিনটা। একটা বানায়ে সেটা থেকেই বাকি দুইটা রিফরম্যাট করবেন আরকি।

১) আপনার রিসার্চ আর প্রফেসরের রিসার্চ ফিল্ড সেইম

২) আপনার আগের কাজ আর যাকে মেইল দিচ্ছেন, তাঁর ফিল্ড আলাদা

৩) ভাল্লাগতেসেনা, মেইল দিলাম, না রিপ্লাই দিলে নাই, এই টাইপ একটা ফরম্যাট। মনে রাখবেন, এই ফরম্যাটের টা যতটা সম্ভব ইউজই করবেন না!

এখন আসি প্রথম টা কিভাবে লিখবেন। আমি স্যাম্পল দিচ্ছি কিছু। বাট একটা লাইন ও কপি করবেন না কেউ! খবরদার! প্রফেসর রা খুজতেসেই ভালো কাউকে, চোরাই মাল নিজের বলে চালালে আপনারে পোন্দাবে! সো, নো কপি পেস্ট!

<u>টাইপ ১</u>

Dear Prof. **XXXX**,

Greetings. I am **XXXX**, a fresh graduate in **BSc in Electrical and Electronic Engineering from Khulna University of Engineering and Technology (KUET)**, Bangladesh. Having gone through your publications, especially the paper titled '**Tunable excitation of mid-infrared optically pumped semiconductor lasers,'** I became very much interested about your research. Moreover, **your patent, 'Field effect transistor with air gap dielectric'** made me seek for research opportunities in your lab.

My undergraduate research was on **XXX** and **YYY** and **ZZZ**. Currently I am working on **XXX** and **YYY**. My primary research interest includes **XXX, YYY** and **ZZZ** and could be expanded upon your guidance.

I am going to apply to the **ECE MS program** at **XXX University for Fall-2016**. It would be a great opportunity for me if you consider me as a potential graduate student to join you in your research team.

Here is my profile overview for your perusal-

· CGPA X.XX (scale 4.00); B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering from Khulna University of Engineering and Technology, Bangladesh in (September, 2014)

· Last 60 credits average GPA- x.xx (scale 4.00)

· Total Publications: x (x accepted/published papers, x submitted papers)

· GRE Score: xxx (Quantitative - xxx, Verbal - xxx, AWA – x.x)

· TOEFL Score: xxx (R L W S: xx xx xx xx)

Thank you for your time, and I look forward to hear your kind directions in this regard.

আরেকটা স্যাম্পলঃ

Greetings. I am Md Abu Sufian, a recent **BSc graduate from Khulna University of Engineering & Tech., Bangladesh**. I am interested to work in the area of Nanoelectronic circuits, Nanofabrics, Nanoarchitectures, integration and manufacturing of hybrid Nanodevices.

Your ongoing project, '**3-D Integrated Nanowire Fabric beyond CMOS**' in your lab has really intrigued me since it focuses on integrating novel devices to manufacture functional circuits. Your proposed **3-D IC fabric technology- SKYBIRDGE**, which incorporates vertical nanowires, is really breath taking as it can provide the solution to fundamental device scaling limitations associated with CMOS. Moreover, the paper titled, '**Manufacturing Pathway and Experimental Demonstration for Nanoscale Fine-Grained 3-D Integrated Circuit Fabric**' showing the viability of this new technology, made me truly interested to be a part of your lab, **XXX Laboratory**.

[প্রফেসরের পেপার নিয়ে এই টাইপের ডিটেইলড এনালিসিস টাইপ মেইল লিখলে সম্ভবত উনারা খুশি হ  ন! আমাকে তিন জন প্রফেসর থ্যাংকস দিয়েছিলেন তাঁদের পেপার পড়ার জন্যে। ]

<u>টাইপ ২</u>

Dear XXX,

Greetings. I am Md Abu Sufian, a recent **BSc graduate from Khulna University of Engineering & Tech., Bangladesh**. Having gone through your publications and research, especially the paper titled '**A Low Power Frequency Synthesizer for 60-GHz Wireless Personal Area Networks,' which reported a 0.13- µm CMOS technology based low power 60-GHz frequency synthesizer**, I became very much interested in your research work.

Although my undergraduate research was on **III-V group MOSFET and Si-Ge Nanowire FET device simulatio**n, now I want to pursue my graduate research in the field of **analog and mixed signal circuits design and optimization**. However, publication based on my undergrad research are listed in my resume.

I am going to apply to the **ECE MS program** at **XXX University for Fall-2016**. It would be a great opportunity for me if you consider me as a potential graduate student to join you in your research team.

Here is my profile overview for your perusal-

[ same as before]

Thank you for your time and consideration. I will be grateful if you have any kind direction or suggestions in this regard.

Best of regards,

ওকে, দুইটা স্যাম্পল দেয়া হলো! এখন আসি আসলে লিখতে হবে কিভাবে।

প্রথম প্যারাঃ আপনাম নাম পরিচয় টা অল্পের ভেতর দিয়ে বলেন। আপনার ভার্সিটি কত্ত জোস, কত্ত কঠিন এডমিশন টেস্ট দিয়ে চান্স পাইতে হয়, এগুলা না দেয়াই সম্ভবত ভালো। নিজের পরিচয় দেয়ার পরে বলেন যে তাঁর কাজ পড়েছেন আপনি এবং আপনি তাঁর কাজের ব্যাপারে অনেক ইন্টারেস্টেড! ইন্টারেস্টেড এর ব্যাপারটা দুইভাবে বলতে পারেনঃ

১) তাঁর পেপার এর টাইটেল এবং সেই পেপার এর মূল কাজটা কি ছিলো/স্পেশালিটি কি ছিলো সেটা

২) তাঁর রিসার্চে বড়সড় কোন এচিভমেন্ট/প্যাটেন্ট অথবা এই রকমের কিছু থেকে থাকলে সেটাও বলবে পারেন!

মোদ্দা কথা, আপনার পরিচয় দেয়ার পর থেকে তাঁর ব্যাপারেই তাঁর রিসার্চের ব্যাপারেই কথা বলবেন বেশি! প্রত্যেকেই চায় অন্যের মুখে নিজের কথা শুনতে! এবং প্রফেসর রা আসলেও চান যে তাঁর রিসার্চ নিয়ে আইডিয়া রাখে এমন স্টুডেন্ট দের নিতে। সো, তাঁর কাজ কে ফোকাস করেন।

সেকেন্ড প্যারাঃ এটায় আপনি প্রফেসরের কাজ নিয়েও বলতে পারেন। আবার নিজের কাজের সাথে প্রফেসরের কাজের মিল নিয়েও বলতে পারেন। চাইলে প্রথমের প্রফেসরের কোন একটা কাজের উল্লেখ করে নিজের সিমিলার কাজ এর কথা ছোট্ট করে বলিয়েন। তাতে প্রফেসর বেশি গুরুত্ব দিবে। আর নিজের পেপারের টাইটেল ফাইটেল দিতে যাবেন না। পাবলিকেশন নাম্বার দিতে পারেন কিংবা চাইলে কি কি বিষয়ের উপরে পাবলিকেশন আছে কিংবা রিসার্চ করেছেন, সেটা মেনশন করতে পারেন। আর যাদের রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তেমন, তারা তাঁদের প্রোজেক্ট/ফাইনাল ইয়ার থিসিসের কথা বলতে পারেন। মেইলিং এ যত ছোট কথায় কাজ সারবেন, ততই মঙ্গল! কবি বলেছেন, 'অল্প কথায় ভালুবাসা, বেশি কথায় ফক্কা! ' আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন, কবি কিন্তু খুব জ্ঞানি লোক! :P

থার্ড প্যারাঃ আপনি কোন প্রোগ্রামে এপ্লাই করতে চান, কিংবা কোন কোন টপিকে রিসার্চ করতে চান- সেসব উল্লেখ করতে পারেন।

শর্ট প্রোফাইলঃ অনেকে শর্ট প্রোফাইল প্রেফার করে, অনেকে প্যারাগ্রাফ আকারে ক্রেডেনশিয়ালস দেয়। আবার অনেকে মেইলে অল্প কিছু মেনশন করে রেজুমে তে ডিটেইলস দেয়! তবে শর্ট প্রোফা ইল মেইলে দেয়া বেটার মনে হয়েছে আমার কাছে। সিভি ডাউনলোড করে পড়ার মত সময় নাই প্রফেসর দের! তাই নিজের ঢোল শর্ট করে নিজেই পিটান। এক্ষেত্রে কবি বলেছেন, 'তোর ঢোল তুই-ই বাজা- আস্তে মারিস বাড়ি... জোরসে যদি বাজাও বাছা, তুমার সহিত আড়ি! ' শর্ট করতে চাইলেও আসলে আমার মেনশন করা ফরম্যাটে অত শর্ট করা যায় না। আরেকটু ছোট করিয়েন, বেটার হবে।

টাইপ ৩

Dear Professor X X,

My name is **Xxxxx** and I have recently graduated from **XXX_University**, from the department of **XXXX** on **July, 2014**. I am interested to work in the area of **image processing and pattern analysis**. Having gone through your publications and research, I became really interested in your research work.

My undergraduate thesis was on **image, audio and video data encryption and compression**. Currently, I am working on **"Automatic tumor detection from MRI image data."** I would like to work more on related fields in future.

I would like to apply to the **X University** for the **fall'16** session. It would be really nice if you consider me as a potential MS/Ph.D. student to join you in your research team.

**My Short Profile:**

[as stated in first sample]

Thank you very much for your time and consideration.

Best of regards,

এটা হল গণ মেইল এর স্যাম্পল। পেপার না পড়েই মেইল করা! এটা যত কম ফলো করবেন, ততই বেটার। তবে এইটাতেও কাজ হয়! লাক লাগে, আর ক্রেডেনশিয়ালস ভালো হলে প্রফেসর রা রিপ্লাই দেয় আরকি।

স্যাম্পল ট্যাম্পল তো দিলাম, এখন একটা মেইল এর স্যাম্পল দেখাই, আমার এক ফ্রেন্ডের, সেটার ড্রাফট নিয়ে আমার মতামত দিয়েছিলাম তাকে, হুবহু কপি পেস্ট দিচ্ছি, জাস্ট তাঁর নাম পরিচয় গোপন করে, কেননা কবি বলেছেন 'কিছু কতা থাকুক না গুপোন!'

Dear Tam, [use full name or add Dr. or Prof., she is not your friend]

I am searching a lab where Big Data Technologies, Deep Learning Methods are used to solve some crucial problems in bioinformatics. I am excited about **XXX Lab** after reading the paper "***ADAGE-based integration of publicly available pseudomonas aeruginosa gene expression data with denoising autoencoders illuminates microbe-host interactions***".

[learn to use space after paragraph]

I am interested to apply Deep Learning methods like variational auto-encoder , maxout networks , convolutional neural network , recurrent neural network to infer the true meaning of biological data for solving inference problems, time series analysis problems. [Talk about your research interest and your works after talking about yourself. Coz in the first para you did not introduce yourself. Do it here.] [ place this paragraph after your past and current experience, so that prof can relate your past present and future interest.]

Currently, I am working as a Big data Developer with Hadoop, Cassandra, Flume, Apache Slor technologies. And familiar with some deep learning frameworks like deeplearning4j , theano , caffe etc.

My undergraduate thesis was “XXX yyy zzz aaa bbb ccc ddd” where I modified MRNET, CLR two well known methods for GRN inference based on Mutual Information (MI) using maximal Information Coefficient and find better result on Yeast Data, E. Coli data and Synthetic Data. [ make it shorter. your current work and previous exp should be included in ONE paragraph! Not two, and again, who the fuck you are? You did not even introduce yourself!]

As biological data is rapidly growing at an exponential rate and deep learning methods performs well on unstructured, semi structured large scale data. Also distributed computation is necessary to build up biological data analysis system. So I think, there are a lot of opening for computational biology research domain. [ remove this part. it serves no purpose]

I will be very pleased if I have an opportunity to share my ideas with **XXX Lab** Groups about deep learning applications on large scale biological data. Here I attach my CV.

Thanks, [what the fuck is thanks? Is she your friend? buddy? Be modest! more professional! thanks! my ass! Write something like 'Thank you very much for your time. It would be great to hear back from you at your earliest convenience.']

Best Regards ,
XXX XXX,
XXX Developer ,
XXCompany Canada Ltd, [ARE you in CANADA asshole? Mention your working country! ]
7475, Newman, Suite # 322, Surry, BC, H8N 1X3 Canada
Phone Number: (+88)xxx-xxxxxxx [Do NOT use hyperlink! Just paste everything in Plain text]

[You are a CSE Engineer, and yet you do not have your personal website! WTF! Make one, include the link here.]

যাই হোক, মেইলিং টা একটু ভালো ভাবেই করতে হবে। আফটার অল, ফান্ডিং বেসিক্যালি প্রফেসর পটানোর উপরেই নির্ভর করে! ☺

প্রফেসর পটানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, ‘তুঁমি যেঁ ইঁলেঁনাঁ, ফিঁরেঁ, য়্যাঁমাঁরেঁ কঁথাঁ দিঁইঁয়েঁ...’ নানা সময়ে মনীষিগন প্রফেসর পটানোর ব্যাপারে নানান আক্ষেপ করেছেন। একটা বিখ্যাত গানই তো আছে, ‘প্রজাপতি তারে গিয়ে বলনা, আমি নই তাঁর হাতের খেলনা, বলনা... ’ এসব গান গাইতে গাইতে ডাল-ভাত- আর বেশি করে পেয়াজ-সরিষার তেল দিয়ে মাখানো আলু ভর্তা খাবার মত করে মেইলিং করতে থাকবেন! বাকিটা উপর ওয়ালার হাতে।

রেজুমে নিয়ে একটা কথা, আল্লাহ্‌র দোহাই, কালার টালার দিলে রঙচঙে সিভি/রেজুমে বানায়েন না! জঘন্য দেখায়! আর যত পারেন শর্ট করেন! আমার এক সিনিয়র ভাই কে প্রফেসর রিজেক্ট করেছিলো কেবল মাত্র রেজুমের কারনে। প্রফেসর লিখেছিলো ‘Resume is not well organized.’ আমি বানায়ে বলছিনা! কথা সত্যি! যাই হোক, দুই পেইজের ভেতরে রাখার চেষ্টা করবেন। আর নেট থেকে কিছু একাডেমিক সিভি যোগাড় করবেন। স্যাম্পল কই পাবেন? যে কোন ভার্সিটির ওয়েব সাইটে যান, প্রফেসরের পেইজে যান, অধিকাংশ প্রফেসরই তাঁদের রেজুমে আপলোড করে রাখে, সেটা নামায়ে ফেলেন! ☺

এখন আসি প্রফেসরের রিসার্চ নিয়ে জানবেন কি করে! ওদের সাইট আপডেটেড থাকেনা বেশিরভাগ সময়। ইজি ওয়ে হলো প্রফেসরের নাম দিয়ে গুগল করা। ধরেন প্রফেসরের নাম ‘দরবেশ’ :P গুগল করেন, ‘Research by Dorbesh University of VungChung’ কিংবা ‘Prof. Dorbesh Google Citations’/ ‘Prof. Dorbesh ResearchGate’ আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং

ফিল্ডের ব্যাপারটাই ভালো জানি। লাইফ সায়েন্স নিয়ে হায়ারস্টাডিএবরোড গ্রুপে একটা ভালো নোট আছে, কোন এক আপু লিখেছিলেন সম্ভবত, সেটা দেখতে পারেন! এখন ধরেন গুগল সাইটেশনে কিংবা রিসার্চগেইট এ কিংবা আইইইই তে প্রফেসরের রিসার্চ প্রোফাইল পেলেন। এবারে আপনার কাজ হবে তাঁর রিসেন্ট পাবলিকেশন কোনটা এবং কোন পেপার এ সবচেয়ে বেশি সাইটেশন পেয়েছে সেটা বের করা। সাইটেশন কি জিনিস যারা বুঝেন না, গুগল করেন। যাই হোক, রিসেন্ট দুই একটা জার্নাল এবং বেশি সাইটেশন পাওয়া জার্নাল টা নামায়ে ফেলেন। জাস্ট এবস্ট্র্যাক্ট, ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশন টুকু পড়েন। ম্যাথডোলজি বুঝতে হবে না। কেমনে কি করেছে বুঝা লাগবে না, জাস্ট কি করেছে, নতুন কি আবিষ্কার করলো কিংবা ইনকরপোরেট করল, সেটাই আপনাকে বুঝতে হবে। এরপর ঝটপট সেই প্রফেসরের জন্যে কাস্টমাইজড মেইল লিখে ফেলেন! তারপর টপাক করে তাঁর ভার্সিটিতে সকাল আটটা যখন, তখন কিংবা সেখানের লাঞ্চ আওয়ার এর টাইমে মেইল করে ফেলেন! এবার দুই হাত জোড় করে আমার সাথে সাথে বলেন, 'হে খোদা, প্রফেসর কে পটায়ে দাও! আমীন!' কাজ শেষ! প্রফেসর যদি চার পাঁচদিনেও রিপ্লাই না দেয়, তাইলে আরো একটা দিন ওয়েট করেন, তারপরে ওই ডিপার্টমেন্টের আরেকজন প্রফেসর কে মেইল দেন।

এখন নেক্সট স্টেপ, ধরলাম প্রফেসর আপনাকে রিপ্লাই দিলো, 'তুমার প্রোফাইল চমৎকার! এপ্লাই করে দ্যাও!' এটা হলো সবচেয়ে বিরক্তিকর রিপ্লাই! সে নিবে নাকি নিবেনা বুঝার উপায় নাই! শত শত মানুষ আছে, যারা এই রিপ্লাই পেয়ে এপ্লাই করে লাড্ডু খেয়েছেন, আবার অনেকে সত্যি সত্যিই ফান্ড পেয়ে গেছেন! সুতরাং এই রিপ্লাই হলো 'দিল্লীকা লাড্ডু, জো খায়েগা ও পস্তায়েগা, জো নেহি খায়েগা, সে ব্যাডাও পস্তায়েগা!' আপনার টার্গেট থাকবে প্রফেসর কে যেভাবের হোক স্কাইপ ইন্টারভিউ এ আনা! কারন? বলছি! প্রফেসর ধরেন ৩০০ টা মেইল পেল। এখন এই প্রফেসর দের মন অনেক বড় থাকে। তাই একই সময়ে অনেক কেই মনে ধরে তাদের! -_- ধরে নেন আপনি সহ আরো ৮ জন তাঁর হৃদয়ে যায়গা করে নিলেন! উনি সবাইকেই এপ্লাই করতে বলল। এই নয়জনের ভেতরে মাত্র ৫ জন এডমিশন পাইলো, বাকি চারজন 'এক যে ছিলো দেশ, আমার গল্প হলো শেষ' এর মত করে লাড্ডু খেয়ে গেলো! এখন এই চারজনের ভেতরে কাকে মন দেবে প্রফেসর? তিনি তখন ইন্টারভিউ নেবেন। এদের ভেতর যার পার্ফরম্যান্সে উনি খুশি হবেন, তাকেই প্রথমে অফার দেবেন। আর বাকিরা তাকে যতই মেইল দিক, প্রফেসর ব্যাটা আর রিপ্লাই দিবেনা! কেন দিবেনা? ওয়েট, বলছি! তার আগে, অনেক প্রফেসর সবার ইন্টারভিউ নেন না, প্রথমের বেশি পছন্দের প্রোফাইলের দুই তিনজনের ইন্টারভিউ নেন। তাঁদের ভেতরে একজন কে অফার দেন। এবং যথারীতি বাকিদের মেইলের রিপ্লাই দেয়া বন্ধ করে দেন! এর কারন টা হলো, তারা চায় না মিথ্যা বলতে। আবার এটাও সম্ভব না যে আপনাকে বলবে যে 'ওহে ছোকরা, আমি তো তমুক কে দেহ-মন দিয়াছি, সে পাত্তা না দিলে তুমাকে দেবোক্ষন!' তাই চুপ মেরে থাকে! প্রথমে যাকে অফার দেয়, সে রিজেক্ট করলে তখন পাইপাইনের পরের জন কে অফার দেয়! আর হ্যাঁ, সব প্রফেসর কিন্তু এভাবে কাজ করেনা! পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে! আমি জেনারেল আইডিয়া বললাম!

এখন আপনার মেইন টার্গেট হলো ইন্টারভিউ এ কোপ দেয়া! প্রফেসর যদি ফার্স্ট এ জাস্ট পজিটিভ রিপ্লাই দেয়, একটু ভদ্র ভাষায় বলেন যে তাঁর সাথে ফোন/স্কাইপে কথা বলতে চান। তাঁর রিসার্চ নিয়ে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে কিংবা আরো ডিটেইলস জানতে চান! রাজি হবার কথা! ফান্ড নাই, এইরকম একটা প্রফেসর কে মোটামুটি জোর জবরদস্তি করেই স্কাইপে এনেছিলাম! কথা শেষে উনি বলল, 'সো স্যাড দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ ফান্ড নাও! তুমি যদি এই ইয়ারে না আসো ভিন্ন কোন ভার্সিটি তে, তাহলে পরের বছর আমি নিতে পারব।' ঢোল বাজাচ্ছিনা মিয়া! -_- জাস্ট বললাম যে মেইলিং আর কনভারসেশনের এর পার্থক্য কোথায়! যাই হোক, প্রফেসরের শিডিউল যদি ম্যানেজ করতে পারেন, এবারে তাঁর ভালোকিছু পেপার নামান, কয়েকটা। এবস্ট্র্যাক্ট, ইন্ট্রো, রেজাল্ট-ডিসকাশন, কঙ্কলুশন পড়েন! পেপার গুলো থেকে ছোট করে নোট নেন। কাগজে লিখে রাখেন। প্রতিটা পেপার থেকে দুইটা করে প্রশ্ন বানান! এখন কথা বলার সময়ে হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালের পাবলিকেশনের কথা মেনশন করে বলবেন যে ওই প্রফেসরের অমুক জার্নালে অমুক পেপার টা আপনি পরেছেন! তারপরে সেই পেপারে কি কি করা হয়েছে, সেটা নিয়ে ৩০/৪০ সেকেন্ড বলেন, তারপর বলেন যে আমার এইটা নিয়ে কিছু

প্রশ্ন ছিল। দিয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন গুলো বুঝে শুনে বানায়েন! :/ হাবিজাবি জিজ্ঞেস না করাই বেটার! আর আপনি যদি আরো স্মার্ট হোন, তাহলে পেপার পরে সেটার ইমপ্লিকেশন আন্দাজ করার ট্রাই করেন! নিজে থেকেই বলেন 'এই পেপার পড়লাম, এইটার এই পোর্শন নিয়ে এভাবে আরো কাজ করা যাবে বলে আমার মনে হয়েছে। এটা কি কর পসিবল?' দেখবেন প্রফেসর নিজেই তখন ফটফট করা শুরু করবে! তারা চায় হাইলি একটিভ পিপল! আপনি তাঁর পেপার পরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, নিজে আইডিয়া দিচ্ছেন মানে আপনি মাল! সে ক্ষেত্রে উনি আপনাকে অনেক প্রেফারেন্স দিবে! ইভেন অন্য যাদের প্রোফাইল আপনার চাইতে অনেক বেটার, তাদের না সিলেক্ট করে আপনাকেই সিলেক্ট করার ট্রাই করবে!

আর প্রফেসর যদি কোন প্রেজেন্টেশন দিতে বলে, খুব যত্ন নিয়ে স্লাইড শো বানান! রঙচঙে হাবিজাবি স্লাইড শো বানাবেন না! কথা দিয়ে ভর্তি রাখবেন না! একটা স্লাইড পেইজে ৪/৫ টার বেশি পয়েন্ট রাখবেন না! যত কম কালার, ততই মঙ্গল! কথা কম লিখে রাখবেন, আর বলবেন বেশি! প্র্যাকটিস করবেন নিজে নিজে। আর মোস্ট ইম্পরট্যান্টলি, সাইটেশন মাস্ট! কোন ইমেজ যদি দেন, নিচে সাইটেশন দিবেন যে কোন সোর্স থেকে ছবি টা পেয়েছেন! আর কোন পেপার নিয়ে কথা বললে তো সাইটেশন মাস্ট! অন্যের কোন বক্তব্য উল্লেখ করলেও সাইটেশন দিবেন! ☺

যাই হোক, ইন্টারভিউ এর কথা বললাম এই কারনে যে মেইলিং এর পরে প্রফেসররা পল্টি খায়! মানে সে ভিন্ন কারো ইন্টারভিউ নিয়ে কিংবা প্রোফাইল দেখে পটে যায়, তখন আপনাকে আর নিবে না কিংবা মেইলের রেস্পন্স ও করবে না! তাই টার্গেট নিবেন আপনাকেই যেন সিলেক্ট করে! ইন্টারভিউ এর জন্যে ট্রাই করতে পারেন, কিংবা তাঁর কোন পেপার উল্লেখ করে বলতে পারেন সেটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, সেটা বুঝার জন্যে কোন বই সাজেস্ট করতে পারবে কিনা... বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর সাথে কন্ট্যাক্ট করেন। অজুহাত গুলো যেন ভালো হয়! :/ লিখিয়েন না যে 'অনেক দিন কথা নাই, মিসিং ইয়ু' -_-

মনে রাখবেন, কোন প্রফেসর যদি নিজে থেকে আপনার ইন্টারভিউ নিতে চায়, তাঁর মানে সে আপনাকে নিতে চাইছে! সো প্রিপারেশন নেন কষে! ফাটায়ে দেন! প্রতিটা সুযোগ কাজে লাগান!

সুফি দরবেশ
fb.com/lionel.sufian

লাস্টে কিছু জ্ঞানের কথা, আমার জিপিএ এত, আমার স্কোর এত- এইসব দিয়ে ভার্সিটি সিলেক্ট করতে যাবেন না! ☺ মেইল করেন, সেটার উপরে বেইজ করে এপ্লাই করেন। প্রোফাইল অনুযায়ী ভার্সিটি সিলেক্ট করবেন, কিন্তু সেটা পরে। মানে ধরেন চারটা ভার্সিটি থেকে প্রফেসর এর পজিটিভ রিপ্লাই পাইলেন। এর পরে আরো তিনটা ভার্সিটি তে এপ্লাই করতে চান। ওকে, এখন নিজের প্রোফাইল অনুযায়ী কিংবা কোন পছন্দের ভার্সিটি থাকলে সেসবে এপ্লাই করেন ☺ মেইল করলে প্রফেসর রা পিটাবেনা, বকবেও না! খুব চুলকাইলে এমআইটি, ইউসি-বার্কলে এইসবেও মেইল দিয়ে দেন! :P পিটাতে আসবে না কেউ! গ্যারান্টি :P

সিজি খারাপ, স্কোর খারাপ এসব নিয়ে ভয় পাবেন না। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে মেইল দেন। লাস্টে গিয়ে মেইলে কাম না হলে তখন প্রোফাইল অনুযায়ী ভার্সিটি খুঁজে এপ্লাই করেন। বাট একটা কথা মাথায় রাইখেন, প্রফেসর ম্যানেজ করা যত ইজি, ডিরেক্ট এপ্লাই এ ফান্ড পাওয়া ঠিক ততটাই কঠিন- কারন সম্পূর্ন ভাগ্যের উপরে সব ছেড়ে দিলে চলে না।

আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ন কথা, এপ্লাই করেন তাড়াতাড়ি! একটা ভার্সিটিতে আমার মত সেইম প্রোফাইলে এক ভাই ফেলোশিপ পাইসে, আমি লবডঙ্কা! পরে উনাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম উনি আমার দুই মাস আগে এপ্লাই করেছে! ইভেন আগে এপ্লাই করলে এডমিশন পাওয়া ইজি হয়। লেইট এপ্লাই এ সিওর শট ভার্সিটিতেও রিজেক্ট খাবার সম্ভাবনা আছে! কবি বলেছেন, 'আগে আইলে আগে পাইবি, মন চাইলে মন... পরে আইয়া পকপকাইয়া- আন্ডা পাইবি শোন...' কবির কথা মন দিয়ে শুনবেন! :P ভালোকথা, ফল সেশনের জন্যে আর্লি বলতে নভেম্বর বুঝাচ্ছি। অন্য সেশনের কথা জানিনা ☺

শেষ কথা, ফান্ড দিবে প্রফেসর। ইভেন অনেক (সম্ভবত অধিকাংশ) ভার্সিটিতে টিএ পাইতে হলেও প্রফেসরের রেফার পাইতে হয়! সো, আসল টার্গেট প্রফেসর ম্যানেজ করা! প্রফেসরের নিজের ফান্ড না থাকলে টিএ ম্যানেজ করে দেবার ট্রাই করে। ☺ সো, প্রফেসর পটাতে নেমে পড়েন। জিআরই প্রেপ যেমন দরকারি, এটাও তেমনই! বরং বেশিই দরকারী! আমার এক খুব পছন্দের বড়ভাই আছেন, উনার হায়ার স্টাডির তেমন শখ ছিলোনা। দেশে এক ভার্সিটির প্রফেসর এসেছিলো কী যেন কাজে। ওই ভাই এর সাথে কথা বলে, উনার কাজ দেখে সে প্রফেসর এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে ভাইকে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেছিলো তাঁর ভার্সিটি তে। এমনকি জিয়ারই ও দিতে হয়নাই সেই ভাইকে যদিও সেই ভার্সিটি তে জিয়ারই লাগে! :D ঘটনা টা বললাম এইটা বুঝাইতে যে প্রফেসরই সব। ☺ এটা নিয়ে কবি বলেছেন, 'প্রফেসর তো রাজি, কিয়া কারেগা কাজী!'... যাই হোক... হ্যাপি মেইলিং ☺

বিদ্রঃ আমার বক্তব্যের সাথে অন্যের পারসেপশনের অমিল হতেই পারে। নেগাটিভ কথা কিংবা দোষারোপ না করে ভুল শুধরায়ে দিয়েন। আমি মহাজ্ঞানি না, ভুলভাল হবেই, হতেই পারে। কারেকশনে হেল্প করলে খুশি হবো।

ধন্যবাদ।

সুফি দরবেশ
fb.com/lionel.sufian